লাতিন আমেরিকার নয়টি একাঙ্ক নাটক

ভাষান্তর

সৌম্য সরকার

ইংরেজি অনুবাদ

ফ্রানসেসকা কোলেচ্চিয়া
হুলিও মাতাস

লাতিন আমেরিকার নয়টি একাঙ্ক নাটক
ভাষান্তর : সৌম্য সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৫০০ টাকা

Latin Americar Noyti Ekangko Natok (Nine One Act Plays of Latin America)
Translated by Soumya Sarker Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Published: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97450-8-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সামিনা লুৎফা নিত্রা
মোহাম্মদ আলী হায়দার

দুজনকে একসঙ্গে কারণ অনেক বেশি একসঙ্গে থেকেও
তারা অনেক বেশি আলাদা

ভূমিকার ভণিতায়

দায়। আসলেই দায়? সাহিত্যের প্রতি? অনুবাদের প্রতি? কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই দিতে চাই যেন।

***

নগ্ন উপলব্ধিটা বলি। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এখন যেভাবে একটা ক্লাইমেট কেয়োসের দিকে যাচ্ছে—অনিবার্য ধ্বংসের দিকে; পৃথিবী ধ্বংস নয়, প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিলুপ্তির—সেই সময় মানুষের সমস্ত কাজ আমার কাছে খেলো মনে হয়। একমাত্র দায় বলে বোধহয় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখা যাতে একটু হলেও কার্বন কম নিঃস্বরিত হবে প্রকৃতিতে।

***

সমস্যা হলো বহালতবিয়তে বেঁচে আছি। অন্য অনেক মানুষ মরে যাচ্ছে অবশ্য—যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, বন্যায়, দুর্ঘটনায় এবং অন্যান্য হত্যায়। আমি বেঁচে আছি। এবং যা-যা পারি তা করে যাচ্ছি—দায় মেটানোর নাম করে। সাহিত্য করা তার অন্যতম। 'মৌলিক' বলে হয়তো কোনো শিল্প-প্রকাশ নেই তবু *একটা* তর্ক বাঁচিয়ে রাখতে তর্কটাকে এই বলে মেরে ফেলি যে হ্যাঁ মৌলিকত্ব আছে। সেই অর্থে আমি কিছু মৌলিক লেখাপত্রও করি। এইসব মৌলিক রচনাক্রিয়াতে যে শ্রম যায়, অনুবাদ কাজে তার চেয়ে বেশি ব্যয় হয় বলে আমার ধারণা। তবু কেন অনুবাদ করি—এমনকি এই বইটা বের হওয়ার পরও তাকে 'আমার' বলে মেনে নিতে চাইবে না যখন মন! তবু অনুবাদ!

***

সফোক্লিস পড়েছি, বোর্হেস, মার্কেস পড়েছি, ব্রেখট, জাঁ জেঁনে পড়েছি, আরও অনেকের সঙ্গে। ইংরেজিতে। অনুবাদ না হলে পড়তে পারতাম

না। শুধু এইটুকু ভাবলেই আমার অনুবাদসাহিত্যের প্রতি মন প্রসন্ন হয়। আমি ইংরেজি পারব না হয়তো; স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, জাপানিজ, চাইনিজ ইত্যাদির বেলায়ও হয়তো তাই। কিন্তু সেই সব ভাষার সাহিত্য আমি যে ভাষাটুকু জানি সেই ভাষায় পড়তে চাই। সে অধিকার আমার আছে। ওইসব ভাষা যারা জানেন তাদের কাঁধে যেন একটা দায়িত্ব বর্তে যায়। এটা একটা গোঁড়া, একগুঁয়ে যুক্তি কি?

***

হয়তো কোনো দায়ই নেই। কারও নেই। কিছুতে নেই। কীসের দায়! কোনো দায়ই বাঁধবে না আমাকে সে স্বাধীনতাও আমার আছে বইকি! কেউ ভালো আঁকতে পারে কিন্তু তার অধিকার আছে না-আঁকার। কেউ গাইতে পারে কিন্তু তার না-গাওয়ার স্বাধীনতা আছে। আমি লিখলে, আঁকলে, গাইলে, ছবি তুললে, নাটক করলে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না, বৈষম্য কমছে না, পরিবেশ নিধন থামছে না। তবু কিছু মানুষ আছে যারা এই বোকা দায়িত্ববোধটা অনুভব করে এবং সিসিফাসের মতো পাথর ঠেলে যায়।

***

'মৌলিক' লেখাটা আমি লিখি বাংলায়, স্বচ্ছন্দ বলে—হয়তো কোনো দায় থেকে নয়, বা হয়তো দায় আছে। একাডেমিকভাবে ইংরেজি ভাষাটা একটু শিখেছি বলে অনেক লেখার সামনে পড়ে যাই, পড়লে মনে হয় লেখাটার একটা অনুবাদ হলে যারা বাংলায় পড়তে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তাদের সুবিধা হয়। অনেক সময় অনুবাদের অনুবাদ হলেও এটা মনে হয়। তাই এই কাজে হাত দেয়া। নাটক আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পমাধ্যম, তাই নাটক। একাঙ্ক নাটক আরও বেশি প্রিয়; তাই একাঙ্ক। সেদিন এক ঔষধের দোকানে এসে এক লোক বলছে, ভাই গ্যাসের ব্যথা, কী ঔষধ খাব? দোকানদার বলল, সেকলো খান, কারেন্টের মতো কাজ করে! আমার বিশ্বাস নাটকের, বিশেষ করে একাঙ্ক নাটকের, ক্ষমতা আছে কারেন্টের মতো কাজ করার।

***

বিশটি দেশের বিশাল যে অঞ্চল লাতিন আমেরিকা—উত্তরের মেহিকো থেকে সর্ব দক্ষিণের দিয়েগো রামিরেস দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, সঙ্গে ক্যারিবিয়ান

দ্বীপগুলো—তার কথাসাহিত্য আমাদের চেনা। একনাগাড়ে অনেকের নাম আমরা বলতে পারব। রুলফো, বোর্হেস, মার্কেস, য়োসা, কর্তেসার, ফুয়েন্তেস, ইসাবেলা আয়েন্দে এবং অনেকে। কবিদেরও চিনি আমরা—নেরুদা, পাস, রুবেন দারিও, পাররা, বোর্হেস...। কয়জন নাট্যকারের সঙ্গে পরিচিত আমরা? কিন্তু লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশেরই জাতীয় নাট্যধারা তৈরির ইতিহাস দীর্ঘ। ঔপনিবেশিক মানস এবং শিল্পচর্চা ভেঙে একই সঙ্গে আত্মানুসন্ধান করেও বৈশ্বিক হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া সমস্ত উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে জোরদার ছিল এবং আছে তার বলিষ্ঠ চর্চা আমরা পাই লাতিন আমেরিকার নাটকে। তারই নমুনা ধরা রইলো একাঙ্ক নাটকগুলোতে। আমার জানা মতে লাতিন আমেরিকার এই ধরনের নাট্যসংকলন বাংলা অনুবাদসাহিত্য চর্চায় এই প্রথম। আমার প্রাথমিক পর্যায়ের স্প্যানিশ ভাষাজ্ঞান ব্যবহার করে স্থান, চরিত্র এবং অন্যান্য নামের উচ্চারণ মূলের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেছি। সবকটি নাটকের শুরুতে নাট্যকার এবং অনূদিত নাটক নিয়ে একটি করে ভূমিকা সংযোজন করা হয়েছে। তাই এখানে আর বাড়তি কথা নয়।

***

ধন্যবাদ দিতে চাই জাহিদ সোহাগ, মোস্তাফিজ কারিগরকে—আমার কাজের ইচ্ছাকে জাগিয়ে রাখার জন্য। ধন্যবাদ প্রকাশক সজল আহমেদকে। হোসাইন মোবারক ও রাসেল আহমেদ রনিকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সৌম্য সরকার
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সূ চি প ত্র

অবিশ্বাস্য মনে হলেও **১৩**
হাবিয়ের বিয়াররুতিয়া (মেহিকো)

ক্রসরোডস **৩১**
কার্লোস সোলোরসানো (গুয়াতেমালা)

গিলোটিন **৪৭**
মাতিয়াস মনতেস য়ুইদোবরো (কুবা)

নিজের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি **৭৯**
হোর্হে দিয়াস (আর্হেন্তিনা)

ফোরসেপস **১০৫**
রোমান চালবাউদ (বেনেসুয়েলা)

মেয়েদের নাটক **১২৫**
হুলিয়ো মাতাস (কুবা)

যে লোকটি কুত্তা, দুঃখিত, কুকুর হয়ে গিয়েছিল **১৩৯**
ওসবালদো দ্রাগুন (আর্হেন্তিনা)

রেমিংটন ২২ **১৫৩**
গুসতাবো আনদ্রাদে রিবেরা (কলম্বিয়া)

সংলাপ **১৭৭**
লুইসা হোসেফিনা য়েরনান্দেস (মেহিকো)

অবিশ্বাস্য মনে হলেও

হাবিয়ের বিয়াররুতিয়া (মেহিকো)

হাবিয়ের বিয়াররুতিয়া

মেহিকো সিটিতে ১৯০৩ সালে জন্ম। মেহিকোর সাহিত্যজগতের নজরে আসেন যখন *ওচো পোয়েতাস* নামে এক সংকলনে তার বেশ কয়েকটি কবিতা স্থান পায় ১৯২৩-এ। এর তেরো বছর পর তার প্রথম নাটক *পারেসে মেনতিরা* মঞ্চস্থ হয়। নাটকে তার আগ্রহ বাড়তে থাকলেও কবিতার নেশা তাকে ছাড়েনি—১৯৫০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কবিতা লিখেছেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি ইয়েইল ইউনিভার্সিটিতে নাট্যকলা ও নাট্যকৌশল বিষয়ে পড়াশুনা করেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতা তার নাট্যচেতনাকে শানিত করে; তার সমসাময়িক নাট্যকার, নাট্যনির্দেশকদের জাতীয়বাদী নাট্যচর্চা থেকে বের হয়ে বৈশ্বিক দর্শন অর্জনেও সাহায্য করে তাকে। মেহিকোর প্রথম নিরীক্ষাধর্মী নাটকের দল *তিয়েতরো উলিসেস*-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তার একাঙ্কের মধ্যে অন্যতম: *পারেসে মেনতিরা*, *এল আউসেন্তে*, *সি উসতেদ ব্রেবে*, *য়া এগাদো এল মোমেনতো* ইত্যাদি। তিন অঙ্কের নাটকের মধ্যে প্রধান: *ইনবিতেসিয়োন আ লা মুয়েরতো*, *লা ইয়েরদা*, *লা মুখের লেখিতিমা*, *এল সলতেরন*, *এল পোবরে বারবারা আসুল*, *খুয়েগো পেলিগরোসো*।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও নাটকে চরিত্রের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন, জীবনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পেয়েছে—এ সবই অস্তিত্ববাদী নাটকের লক্ষণ।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও

চরিত্র

কর্মচারী
একজন স্বামী
একজন ব্যস্তব্যক্তি
একজন অ্যাটর্নি
প্রথম নারী
দ্বিতীয় নারী
তৃতীয় নারী

সময় : বর্তমান
স্থান : অ্যাটর্নির অফিসের অপেক্ষাকক্ষ

[শূন্য ঘর। কিছুক্ষণ নীরবতা। পেছনের বাঁ দিকের দরজায় বেল বেজে ওঠে। ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে 'কর্মচারী'। দরজা খোলে। প্রবেশ করে 'স্বামী'— দ্বিধান্বিত, মুখচোরা স্বভাব]

স্বামী : আপনি কি...মিস্টার ফের্নান্দেস?...অ্যাটর্নি ফের্নান্দেস?

কর্মচারী : [যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে, কিছু একটা চিন্তা করে] তিনি এখনও আসেননি। ভিতরে এসে বসুন

স্বামী : আমার একটা, ইয়ে...মানে..., অ্যাপয়েনমেন্ট ছিল...

কর্মচারী : [থামিয়ে] ভিতরে এসে অপেক্ষা করুন

স্বামী : ...সাতটায়

কর্মচারী : বসুন

স্বামী : মানে ঠিক মিস্টার ফের্নান্দেসের সাথে অ্যাপয়েনমেন্ট না...আমাকে বলা হয়েছে এখানে থাকতে এবং ঠিক জানি না...

কর্মচারী : মি. অ্যাটর্নি চলে আসবেন, বেশি দেরি হবে না

স্বামী : ... না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিস্টার ফের্নান্দেসকে না জানিয়ে তার অফিসে আমার অপেক্ষা করাটা ঠিক হচ্ছে কি না

কর্মচারী : [কিছুটা রূঢ়ভাবে] মিস্টার অ্যাটর্নি আপনাকে পেয়ে, মানে, আপনার সাথে কথা বলে খুব আহ্লাদিত হবেন

[কর্মচারী মাথা নামিয়ে সম্ভাষণ করে করে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে চলে যায়। 'স্বামী' চারদিকে তাকিয়ে যে চেয়ারটা সবচেয়ে কম দৃশ্যমান সেটায় গিয়ে বসে। নীরবতা। দরজায় বেল শোনা যায়। কর্মচারী ঢোকে আবার। দরজা খোলে। 'ব্যস্তব্যক্তি' ঢোকে]

ব্যস্ত : আমি একটু অ্যাটর্নি ফের্নান্দেসের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম

কর্মচারী : ভিতরে এসে অপেক্ষা করুন [ব্যস্তের হ্যাটটা সে কাপড় রাখার হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে]

স্বামী : [উঠে এসে কর্মচারীর কাছে তার উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে চায়] আপনার কি মনে হয় মিস্টার ফের্নান্দেসের কোনো আপত্তি থাকবে না...?

কর্মচারী : [থামিয়ে] একদমই না [ব্যস্তব্যক্তিকে] চাইলে আপনি বসতে পারেন।

ব্যস্ত : [এখনও 'স্বামী'কে দেখেনি] অ্যাটর্নির সাথে দেখা করতে কি আমিই প্রথম আজ?

কর্মচারী : এই ব্যক্তির পর প্রথম, হ্যাঁ ['স্বামী'কে দেখিয়ে। 'ব্যস্তব্যক্তি' এবং 'স্বামী' হিংস্র দৃষ্টি বিনিময় করে—অনেকটা সেই ব্যক্তিদের মতো যাদের অন্তত কিছু সময়ের জন্য একই খাঁচায় বন্দিজীবন ভাগাভাগি করতে হবে। 'ব্যস্ত' বসে। টেলিফোন বেজে ওঠে। কর্মচারী গিয়ে রিসিভার ওঠায়] হ্যাঁ...না, তিনি এখনও এসে পৌঁছাননি...হ্যাঁ, প্রতি বিকালে...সাতটার দিকে...জি হ্যাঁ সাতটা আমাদের কাছে বিকালই বলতে গেলে...সঠিক বলতে পারছি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ...তার বাসার ঠিকানা? দেখুন সেটা বলার আসলে অনুমতি নেই...জি হ্যাঁ।

[রিসিভার নামিয়ে রেখে ভিতরে যাবে এমন সময়...]

ব্যস্ত : [দাঁড়িয়ে] আমার একটা কথা ছিল...

কর্মচারী : বলুন

ব্যস্ত : মিস্টার ফের্নান্দেসের বয়স কেমন বলুন তো? কম, না?

কর্মচারী : কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনিই তার বয়স সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত যাচাই করে আমাকে বলতে পারবেন

ব্যস্ত : আমি আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছিলাম আরকি

কর্মচারী : আমি নিশ্চিত আমার দৃষ্টিভঙ্গি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আলাদা হবে। ধরুন গিয়ে যে আমার চোখে তরুণ আপনার কাছে সে হবে বাইবেলের সবচেয়ে বুড়ো লোক

ব্যস্ত : তাহলে—আমাকে ভুল বুঝবেন না—আপনার এই বাইবেলের বুড়ো লোকের তুলনায় আমাদের অ্যাটর্নি সাহেব কতটা তরুণ?

কর্মচারী : এই গিয়ে ধরুন তার বাবার তুলনায় মিস্টার ফের্নান্দেসকে তরুণই বলা যায়, আর তার ছেলের তুলনায় অতটা ইয়াং বলা যাবে না।

ব্যস্ত : আপনি দেখি একে এক নিপুণ শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন

কর্মচারী : ঠিক বুঝলাম না

ব্যস্ত : নিঃসন্দেহে আপনি একজন নিখুঁত প্রাইভেট সেক্রেটারির প্রকৃষ্ট উদাহরণ

কর্মচারী : আমি মি. ফের্নান্দেসের প্রাইভেট সেক্রেটারি না

ব্যস্ত : আপনার ব্যবহারে কিন্তু তাই মনে হয়

কর্মচারী : মি. ফের্নান্দেসের কোনো সিক্রেট নেই—তার সেক্রেটারি লাগবে কোন কাজে বলুন? আমি টেলিফোনগুলো ধরি-টরি, ক্লায়েন্টদের বসাই-টসাই—যেমন আপনাদের বসালাম। আর কোনো কাজ নেই। একজন সাধারণ কর্মচারী আমি

ব্যস্ত : আমার মনে হয় আপনার প্রাপ্য সবটা আপনি...

কর্মচারী : [আস্তে করে থামিয়ে] কেউই তার পুরোটা প্রাপ্য পায় না। যেমন ধরুন, এই মুহূর্তে আমি আপনার যত আগ্রহ পূরণ করে ফেলি সেটাই হয়তো আপনার প্রাপ্য ['ব্যস্ত'র চোখ উজ্জ্বল হয়]। কিন্তু তা যদি আমি করেই ফেলি অবিচারই করা হবে: প্রথমত মি. ফের্নান্দেসের প্রতি—আমি এমন বেফাঁস কিছু বলতে চাই না যা তাকে কোনো সংকটজনক অবস্থায় ফেলে দিতে পারে, তাই না? দ্বিতীয়ত, অবিচার হবে আমার প্রতিও

ব্যস্ত : আপনার প্রতি?

কর্মচারী : হ্যাঁ, কারণ—ক্ষমা করবেন যদি আপনার ওপর দোষ আরোপ করে ফেলি—আপনি কি ভেবে দেখেছেন আপনার প্রশ্নগুলো আমার সেই সময়টুকু কেড়ে নিচ্ছে যা হারানোটা আমার প্রাপ্য না?

ব্যস্ত : আপনার অনেক কাজ-টাজ না?

[কর্মচারী হাসে। এইবার তাকে আলাপটা চালানোয় একটু আগ্রহী মনে হয়। সে একটা চেয়ার টেনে বসে]

কর্মচারী : আমি আসলে, দেখুন, সেই সময়ের কথা বলছি না, মানে, যেগুলো এইসব ছোটোখাটো হাতের কাজ যেমন ফাইল-টাইলগুলো গুছিয়ে রাখা, ফটোকপি মেশিনটা একটু ব্যবহার ট্যবহার করা ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। ধরুন গিয়ে কাজের একটু এদিক-ওদিক হেরফের করলেই আমরা তেমন ক্ষতি ছাড়াই ওই সময়টা পুষিয়ে নিতে পারি। অথচ এমন কিছু সময়ের কথা ভাবুন তো যেটা আপনি কেড়ে নিলেন সেই সময় থেকে যখন হয়তো আপনি একটা আইডিয়া নিয়ে মগ্ন হয়ে ভাবছেন বা আপনি ভবিষ্যতে লিখবেন এমন কোনো বিয়োগান্তক নাটকের একটি স্বগোতক্তির গঠন-চিন্তা থেকে বা মদের নেশা ধরানো কোনো স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছেন সে সময় থেকে—একবার বাধা পেল তো পালিয়ে লুকিয়ে গেল মনের কোনো চোরা কুঠুরিতে, আর কখনো ফিরে আসবে কি না জানেন না...

ব্যস্ত : আপনি কি কবি-টবি নাকি?

কর্মচারী : লোকজন সম্পর্কে আপনার ধারণা দেখছি সহজেই এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে যায়। একটু আগে আমাকে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি মনে হলো, এখন একদম কবি!

ব্যস্ত : আমার কী দোষ বলুন? একবার দেখছি আপনি প্রাইভেট সেক্রেটারিদের মতো—আসল কথা বেরই হচ্ছে না মুখ দিয়ে, আরেকবার কাব্য করে কথা বলছেন

কর্মচারী : সেটা অবশ্য মিথ্যা না। আমার কিছু কথা বলা আর না বলা থেকে কেউ আমার চরিত্রের দ্বৈধতা ধরে ফেলতে পারছে—এমন কারোর সাথে দেখা হওয়ায় বেশ ভালোই লাগছে কিন্তু

ব্যস্ত : 'দ্বৈধতা'?

কর্মচারী : ভয় পাবেন না...এটা আসলে ঐ আপনি যেটা বললেন—মানে আমার ব্যবহার নিয়ে আপনি যে দ্বিমুখী বিশ্লেষণ করলেন—তারই আধুনিক নাম আরকি

ব্যস্ত : তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন...

কর্মচারী : আমি বিশ্বাস করি আমাদের প্রতিজনের মধ্যে একই সময়ে পরস্পরবিরোধী অনুভূতি কাজ করে—অধিকাংশ সময়েই একই বস্তু বা মানুষের প্রতি

ব্যস্ত : হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পুরনো গল্প—ভালোবাসা ও ঘৃণার...

কর্মচারী : আপনি যদি সেভাবে দেখেন। তবে আমার ক্ষেত্রে, মানে আমার চরিত্রের এই দ্বিমুখীতা শুধু *দৃশ্যত* বৈরীভাবাপন্ন

ব্যস্ত : কেবল দৃশ্যত?

কর্মচারী : আমার ভিতরে এই কর্মচারী ও কবি ঝগড়া-টগড়া না করে বেশ হাত ধরাধরি করে পথ চলে। যাই হোক, বেশিরভাগ মানুষই তাদের এই দুমুখো ব্যাপারটা সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায় সারা জীবন।

ব্যস্ত : কিন্তু, আপনার ভাষায়, এই 'দ্বৈধতা'টা জানা বেশ সহজ হওয়ার কথা নাকি?

কর্মচারী : উহু, উল্টো: নিজেকে না জেনেই মানুষ বেঁচে থাকে এবং এরপর মরেও যায়। সত্যিকার অর্থে, তার মধ্যে যে দুই বা তার চেয়ে বেশি সত্তা আছে সেই সত্য আবিষ্কার ও স্বীকার না করার মতলবেই আমরা একেকজন সারাটা জীবন বা *প্রায়* সারাটা জীবন কাটিয়ে দিই এবং যথাসম্ভব সব চেষ্টা করি স্বীকার না করার। নিজের সাথে কানামাছি খেলি বলতে পারেন নিজের আরেক সত্তার সাথে কিন্তু সাহস করে বলি না, 'এই, এই যে আমি' আর 'এই যে আমার আরেকজন'। আপনি অবশ্য না জেনেবুঝেই আমার ভিতরের অমন দুটো মানুষকে দেখিয়ে দিলেন: কবি ও কর্মচারী—আপনি নিজে কি নিজের কাছে স্বীকার করেছেন কয়টা সত্তা নিয়ে বেঁচে আছেন আর তারা কে কে?

ব্যস্ত : সত্যি বলতে ভাবিইনি এটা নিয়ে কখনো

কর্মচারী : আমার পরামর্শ: ভাবুন ও খুঁজে বের করুন। এমনও হতে পারে আপনার সেই, কী বলে, বহুত্বের জ্ঞান আপনাকে, আমাদের ভাষায় যাকে বলে সুখ ও আরাম এনে দিতে পারে—অন্তত আপনার যন্ত্রণার ব্যাখ্যা মিলিয়ে দিতে পারে তো!

ব্যস্ত : আর আমি যদি বলি সুখ যাকে বলছেন সেই অর্থে আমি সুখী আর যে যন্ত্রণা আমার নেই-ই তার ব্যাখ্যারও আমার তেমন প্রয়োজন নেই, তবে?

কর্মচারী : সেটা সত্যি হলে, জোর গলায় ঘোষণা করে বরং আপনি আপনার অস্তিত্বহীনতাই প্রমাণ করতেন। কিন্তু দেখুন সোজাসুজি স্পষ্টভাবে 'আমি সুখী আমার এমন জীবন নিয়ে' এটা না বলে আপনি 'যদি, তবে' করছেন।

[কর্মচারী এবং ব্যস্তব্যক্তির মধ্যে এইসব কথা চলার সময়টাতে আমরা 'স্বামী'র অস্বস্তি টের পাব। সংলাপরত দুজনের কেউই তার উপস্থিতিই যেন টের পায় না এতক্ষণ]

স্বামী : [মুখচোরা ভীতু-স্বভাব থেকে জোর করে টেনে তুলে নিজেকে] দেখুন...

['কর্মচারী' ও 'ব্যস্ত' হঠাৎ যেন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বুঝতে পেরে চমকে যায়। প্রাথমিক চমকের পর পরস্পরের দিকে তাকায়—যেন এইমাত্র একটা দ্বিপক্ষীয় সরকারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। 'স্বামী' চেয়ার থেকে পাছা পুরো না উঠিয়েই চেয়ার টেনে এগিয়ে আসে] দেখুন, ...বলছিলাম কী, বুঝতে পারছি না আমার কথা বলা উচিত কি না...মানে আমি বোকার মতো আপনাদের এই দার্শনিক বাৎচিতের মধ্যে ঢুকে কথার দই কেটে দিচ্ছি কি না...কী জানেন, অন্য সময় হলে আমি হয়তো ভাব করতাম কিছু শুনিইনি মানে না শোনাটাই যেন আমার প্রধান কর্তব্য এমন একটা জায়গা থেকে...যাই হোক [ব্যস্তকে] আপনি একজন আত্মসুখী এবং জ্বালাযন্ত্রণাহীন মানুষের কথা বলছিলেন একটু আগে...আর আপনি [কর্মচারীকে] বলছিলেন এমন মানুষের অস্তিত্বই থাকার কথা না, তাই তো?

ব্যস্ত : হ্যাঁ, তাই

কর্মচারী : হ্যাঁ, একদম তাই [দাঁড়িয়ে যায়]

স্বামী : বেশ; যদি কিছুদিন আগে আপনাদের সাথে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হতো তাহলে হয়তো বলতে পারতাম, আমিই সেই লোক [ব্যস্ত তার কাছে ঘেঁষে]। ভালো থাকা—আরামে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে, ভিতরে ও বাইরে সুখ ও ভারসাম্যে—এই সবই ছিল আমার জীবনে, বলতে পারতাম। যাকে বলে দুঃখে জর্জরিত হওয়া সেসব তো দূরের কথা, ছোটোখাটো কোনো দুশ্চিন্তাও আমার চিন্তা ও অভ্যাসকে স্পর্শ করেনি—

ব্যস্ত : এককথায় আপনার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বলুন! [বসে পড়ে]

স্বামী : বরং বলা যায় আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে অচেতন ছিলাম আমি

ব্যস্ত : আর এখন?

স্বামী : এখন... [দমে গিয়ে] এখন আর কিছু বলতে পারছি না। [কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়েছিল, এখন বসে]

কর্মচারী : ['ব্যস্ত'র সাথে কয়েকবার চোখাচুখি করে একটু কায়দা-কৌশল করে] কেন নয়? আমরা তো আপনার সামনেই সব কথা খোলাখুলি বলে গেলাম!

ব্যস্ত : হ্যাঁ, একদম তাই